শুধু আবেদন-নিবেদন করেই ক্ষান্ত হইনি, ব্রডগেজের দাবিতে কাটোয়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত পদযাত্রা করেছি। নানা কর্মসূচি পালন করেছি। যিনিই রেলমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁকেই চিঠি দিয়ে ছুটবে বড় রেল। সূচনা অনুষ্ঠানে হয়ত ব্রাত্যই থাকবেন হরমোহনবাবু। টিভি-কাগজেই দেখবেন তাঁর স্বপ্নের সত্যি হওয়া। চুরানব্বইয়ের শরীরে সেই প্রাপ্তির আনন্দ ছড়াতে থাকে।

শক্তিপদবাবুর আক্ষেপ, ধান কেটেছি এর ওর কাছে হাত পেতে। সেই টাকা শোধ করতে হবে। হাজার দশেক হলে কিছুটা মুখ রক্ষা হত। এখন কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। কাটা ধান তোলা আর আলু বসানো চলছে মন্তেশ্বরের কৃষক বিধান রেজের। স্টেট ব্যাঙ্কের মন্তেশ্বর শাখায় গচ্ছিত রয়েছে লাখের ওপর টাকা। দরকার অন্তত ৩০ হাজার। খেতের কাজ কামাই করে লাইন দিয়ে হাতে পেলেন সেই

করে। এদের সব থেকে বেশি সমস্যা ডাকঘর বা ব্যাঙ্কে এদের কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। মূলত মহিলারাই বিড়ি বাঁধার কাজে যুক্ত। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিড়ি বাঁধেন। বিকেল হলে মহাজনরা এসে নগদ টাকা দিয়ে বিড়ি নিয়ে যান। এভাবেই বছরের পর বছর চলা নিয়ম ছত্রখান নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে। দীর্ঘদিন বিড়ি বাঁধার কাজে যুক্ত শেফালি বিবি, দুরানি বিবি বলছিলেন, মহাজনরাই

নিয়ে গিয়ে রোজ নরজা কামনাড়ার বিভিন্ন দোকানে দিই। দোকানদাররা ২ হাজারের নোট ধরাচ্ছেন। খুচরো না মেলায় শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারছি না। আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস সংসদ থেকে শুরু করে একেবারে কালনা মহকুমার মাঠে, মঙ্গলকোটের বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে। কী করে দিন কাটবে, সেই চিন্তায় মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করছেন কৃষক-শ্রমিকরা।

বাড়িতেই। বর্তমানে তিনি শারীরিক সক্ষমতা অনেকটাই হারিয়েছেন। কিন্তু মনের জোর এতটুকু কমেনি। কয়েকদিন আগে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। এখন তাই চলাফেরা করতে একটু অসুবিধা হয় বলে জানালেন তাঁর ভাইপো চিকিৎসক সুমন্ত রায়। সুমন্তবাবু জানালেন, দেশের কথা, পরিবারের কথা ভেবে জেঠু বিয়ে করেননি। পড়াশোনা চলাকালীন দেশের স্বাধীনতার জন্য অল্পবয়সেই আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। ওই সময় জেঠু প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন।

ভাইপো ডাঃ সুমন্ত রায়ের সামনে মরণোত্তর দেহদানের ফর্মে সই করছেন সুধীরবাবু। ছবি: প্রতিবেদক

পুরশুড়ার ঘরগোহাল এলাকায় সোভারহানা শ্মশানে আত্মগোপন

তাই তাঁর এই মরণোত্তর দেহদানের খবর জানাজানি হতেই আমেরিকার নিউ জার্সি থেকে ফোন করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. দিলীপ কুমার ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্টজন। মৃত্যুর আগে দিলীপবাবু সুধীরবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন বলে জানালেন সুমন্তবাবু। অন্যদিকে সুধীরবাবু জানান, তিনি চান সমস্ত সংস্কার দূরে সরিয়ে আরও বেশি করে মানুষ এই মরণোত্তর দেহদানের মতো মহৎ কাজে এগিয়ে আসুক। তাঁর মতে, এর থেকে বড় সেবা আর কিছু হতে পারে না।

আজকাল সুস্থ বাড়তি ২৬ পাতা

জুতো নিত্যদিনের

✦ স্পোর্টস শু বাদে রোজ পরার জুতো ✦ অর্থোপেডিক পরামর্শ ✦ ডায়াবেটিসে বিশেষ জুতো? ✦ কী ধরনের জুতোয় ত্বক সুরক্ষিত ✦ ইতিহাসের পাতায় ✦ সিনেমায়-সাহিত্যে ✦ জুতোর বাণিজ্য ✦ খালি পায়ে যাঁরা

ডাঃ সুকুমার মুখার্জির আলাপচারিতা

সুস্থ এখন ফেসবুকে: www.facebook.com/AajkaalSustha

আই কিউ সিটি-তে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

আবির রায়: দুর্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর— আই কিউ সিটি-তে তিন দিনের ফান উৎসবে শুধু মজা আর আমোদপ্রমোদ নয়, এই উৎসব চলাকালীন বিনা ব্যয়ে প্রায় ৫৫০ রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া ক্রেতাসাধারণকে ফ্ল্যাট বুকিংয়ের পর সোনার কয়েন উপহার দেওয়া হয়। স্যাটেলাইট টাউনশিপের মনোরম পরিবেশে আবাসন প্রকল্পে ভাল সাড়া মিলেছে। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী লাগোয়া বিজরা, নাচন, পারুলিয়া ও শিবপুর গ্রামের গরিব ঘরের মহিলা, শিশু ও পুরুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন আই কিউ সিটি হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসকরা। নোট সঙ্কটের জেরে গ্রামবাসীরা এই ফান উৎসবে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে পেরে স্বভাবতই খুশি। আই কিউ সিটি চত্বরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বহুতল সুদৃশ্য আবাসন, স্কুল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ কলেজ গড়ে উঠেছে। গত তিন বছর ধরেই নতুন বছরকে আগাম স্বাগত জানাতে এই উৎসবের আয়োজন করে আই কিউ সিটি ফাউন্ডেশন।

এ টি এম তুলে দিয়ে দোকানে সোয়াইপ মেশিন: দিলীপ

আজকালের প্রতিবেদন: বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর— দেশের সমস্ত এ টি এম উঠে যাবে। বন্ধ করে দেবে কেন্দ্র। দোকানে দোকানে ২ হাজার টাকায় একটি করে যন্ত্র দেওয়া হবে। যা দিয়ে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে। মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবেন। এই পদ্ধতি চালু হবেই। সোমবার বিকেলে বর্ধমানের কার্জন গেটের সামনে এক সমাবেশে এ কথা জানালেন বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নোট বাতিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আন্দোলনেরও কড়া সমালোচনাও করেন তিনি। বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত দু'মাসের মধ্যে দুটি বড়সড় পদক্ষেপ করেছেন। দুটিই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। একটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এবং অন্যটি ভারতবর্ষে। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতে নানাভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছে পাকিস্তান। এবার একেবারে ঘরে ঢুকে মেরে এসেছে ভারতীয় সেনারা। আর অন্যটি নিজের দেশে কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান। লক্ষ লক্ষ কালো টাকা বের হচ্ছে। সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিতে গিয়ে তখনই দিলীপ ঘোষ বলেন দেশের সমস্ত এ টি এম উঠে যাবে। চলবে না। বন্ধ করে দেবে কেন্দ্র। ২ হাজার টাকায় যন্ত্র দেওয়া হবে। যেমন মোদিজি অ্যাকাউন্ট খুলতে বলেছিলেন। ২২ কোটি মানুষ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। যাঁরা খোলেনি তাঁরাই সমস্যায় পড়েছেন। তিনি বলেন, চাপে পড়েই শিশু চুরির ঘটনায় সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীকে ছোট করার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বর্ধমানের কার্জন গেটে বক্তৃতা দিলীপ ঘোষের। ছবি: প্রতিবেদক

যুবকের প্রাণ বাঁচালেন আই সি

আজকালের প্রতিবেদন: আরামবাগ, ৫ ডিসেম্বর— রাস্তার ধারে অচৈতন্য অবস্থায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে ভর্তি করলেন আরামবাগ থানার আই সি অলোকরঞ্জন মুন্সি। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ওই যুবকের এখন চিকিৎসা চলছে ওই হাসপাতালেই। ওই যুবকের নাম সনাতন মালিক। বাড়ি আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায়। পেশায় দিনমজুর। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই ছেলে আছে। রবিবার সন্ধেয় তিনি আরামবাগেরই পারুলে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। পারুলের কাছে আরামবাগ-তারকেশ্বর রাস্তা পার হওয়ার সময়ে তারকেশ্বরগামী একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কেউ তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যাননি। তখন ওই পথে টহল দিচ্ছিলেন আরামবাগ থানার আই সি অলোকরঞ্জন মুন্সি। তিনি জখম ওই যুবককে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাসপাতালে আহত সনাতন মুন্সির চিকিৎসা চলছে। ছবি: তুফান মণ্ডল

বধূর দেহ, ধৃত ৩

আজকালের প্রতিবেদন: খানাকুল, ৫ ডিসেম্বর— বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিস গ্রেপ্তার করল স্বামী, শাশুড়ি ও ননদকে। বধূর নাম মৌসুমি সামন্ত (২৫)। মৌসুমিদেবীর সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছিল খানাকুলের বলপাই গ্রামের কিঙ্কর সামন্তের। কিঙ্কর কলকাতায় একটি কারখানায় কাজ করে। মৌসুমির বছর চারেকের একটি ছেলে আছে। মৌসুমির বাপেরবাড়ির লোকের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। স্বামী বাড়ি ফিরলে মারধর করত বলে অভিযোগ। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই মৌসুমি বাপেরবাড়ি চলে গিয়েছিলেন। স্বামী কিঙ্কর তাঁকে রবিবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে আনে। সোমবার সকালে মৌসুমির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এটিকে আত্মহত্যা বললেও, মৌসুমির বাপেরবাড়ি থানায় অভিযোগ জানান। পুলিস মৌসুমির স্বামী ছাড়াও শাশুড়ি ও ননদকে গ্রেপ্তার করে।